দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চর বড়ুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চলে খোলা আকাশের নীচে

ইসলামপুর (জামালপুর) : চর বড়ুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে বসে বার্ষিক পরীক্ষা দেয় —ইত্তেফাক

ইসলামপুর (জামালপুর) থেকে সংবাদদাতা ॥ উপজেলার বেলগাছা ইউপি'র অন্তর্গত চর বড়ুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়টির নিজস্ব কোন পাকা ভবন, প্রয়োজনীয় চেয়ারটেবিল কিংবা শিক্ষা উপকরণ নেই। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের মাঠে ঘাসের ওপর কিংবা চটে বসিয়ে পাঠদান করা হয়।

যমুনা নদীর চরে অবস্থিত এ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতার পর পরই। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা লেগেই আছে। বর্তমানে দু'জন শিক্ষক প্রায় ৪শ' ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বিদ্যালয়টির কোন পাকা ভবন নেই। টিনশেড একটি ঘর থাকলেও দরজা-জানালা না থাকায় আসবাবপত্র, চেয়ার-টেবিল খোয়া যায় প্রায়ই। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করা হয় মাঠের ঘাসে বসিয়ে। প্রতি বছর বন্যায় এ বিদ্যালয়ের মাঠের ওপর দিয়ে স্রোত বয়ে যাওয়ায় পড়ালেখা বন্ধ থাকে। বিদ্যালয়টির ভবন-কাম-ফ্লাড শেল্টার নির্মাণ করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম সিদ্দিকীর বারবার আবেদনের পরও কোন সাড়া মিলেনি। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মিরাশ উদ্দিনকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, উল্লেখিত বিদ্যালয়ের ভবন পাকাকরণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। চলতি অর্থ বছরেই ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।